গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩,উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

পত্র নং ৫৮.০৪.০০০০.০২২.০৩.০০১.২৪-৬৯১

তারিখ ০৩ পৌষ ১৪৩১
১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয়ঃ জেল সুপার সম্মেলন ২০২৪ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে:

উপর্যুক্ত বিষয়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১০ নভেম্বর,২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জেল সুপার সম্মেলন-২০২৪ সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করত: বাস্তবায়ন প্রতিবেদন কারা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : কার্যবিবরণী ---------- ০৮ (আট) পাতা;

১৮/১২/২৪

মোঃ আবু তালেব
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে- কারা মহারিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
aig.adm@prison.gov.bd

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। কারা উপ মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর;
২। কারা উপ মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩। কমান্ড্যান্ট, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী;
৪। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার;
৫। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৬। জেল সুপার, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৭। পরিচালক, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৮। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/২, পরিসংখ্যানবিদ/বাজেট অফিসার/স্টাফ অফিসার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৯। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রদানের অনুরোধসহ);
১০। শাখা প্রধান (সকল শাখা), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১১। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
১২। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

জেল সুপার সম্মেলন ২০২৪ সভার কার্যবিবরনী

সভাপতি	ব্রিগে: জেনা: সৈয়দ মোঃ মোতাহের হোসেন, পিএসসি, এনডিসি কারা মহাপরিদর্শক
সভার তারিখ	১০ নভেম্বর ২০২৪
সভার সময়	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, প্রিজন্স হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- 'ক'

সভাপতি সকল জেল সুপারকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

১.০ আলোচ্য বিষয়: পদোন্নতিপ্রাপ্ত সিনিয়র জেল সুপারগণকে র‍্যাংক ব্যাজ প্রদান ও জেল সুপার সম্মেলন-২০২৪ এর উদ্বোধন।

১.১ কারা মহাপরিদর্শক সহ অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা উপ মহাপরিদর্শক (হেডকোয়ার্টার্স) ও কারা উপ মহাপরিদর্শক (ঢাকা বিভাগ) বৃন্দ কর্তৃক পদোন্নতিপ্রাপ্ত সিনিয়র জেল সুপারগণকে গ্রেডেশন অনুযায়ী র‍্যাংক ব্যাজ প্রদান করা হয়।

১.২ কারা মহাপরিদর্শক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার উদ্বোধনী ভাষনে বলেন, জেল সুপার সম্মেলন-২০২৪ এ আলোচনার জন্য কারাগার ও দপ্তর থেকে উত্থাপিত পয়েন্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে যোগদানের পর থেকে কারাগারকে গতিশীল করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কর্মকর্তাদের বহুল প্রত্যাশিত প্রমোশনের জট খুলেছে এবং অতি শীঘ্রই অবশিষ্ট শূন্য পদে পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনবল বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিনের জট ধাপে ধাপে খুলে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। কারা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় প্রাপ্তি কম হলেও একসাথে ১৮৯৯ জনবলকে দ্রুত পদায়ন করলে দৈনন্দিন কাজে গতি আসবে। তিনি পদোন্নতির ধারাবাহিকতা ধরে রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান যে, নিয়োগবিধি দ্রুত সংশোধন করে সবার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়াও দীর্ঘদিন ধরেই স্টাফদের মধ্যে প্যাকেটজাত আটার চাহিদা ছিল যা আমলে নিয়ে বিতরণের পর্যায়ে আছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি মাস থেকেই বন্টণ করা যাবে। সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করা জন্য ডেপুটি জেলার তানিয়া শারমিন সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। একইসাথে স্বল্প নোটিশে জেল সুপার সম্মেলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন সুন্দরভাবে আয়োজন করার জন্য অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকে ধন্যবাদ জানানো হয়। স্টাফদের দীর্ঘদিনের চাহিদা কেডস এবং ট্রাকস্যুট, যার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং তা দ্রুতই কার্যকরী হয়ে যাবে। স্মার্ট এবং ফিট কারারক্ষী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য জেল সুপারদের নিয়মিত কাজ করতে হবে। ফিজিক্যাল ফিটনেস ধরে রাখতে সপ্তাহে নিয়মিতভাবে এক দিন অবশ্যই ড্রিল এবং দুইদিন পিটি করতে হবে। সকলে অবগত আছেন ক্যান্টিন পরিচালনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। সঠিক মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সেবা নিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টিন পরিচালনা সুন্দর হলে প্রফিট বৃদ্ধি পাবে। ক্যান্টিনের লভ্যাংশ থেকে প্রতি মাসে স্টাফদের পাঁচশত টাকা মূল্যের প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই প্রণোদনা এক হাজার টাকা মূল্যমানে নেয়া সম্ভব। এছাড়া আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত পত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে ভালো কাজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। অনেক কারাগার থেকে বেশ ভালো ফিডব্যাক পাওয়া যাচ্ছে। সকল কারা কর্তৃপক্ষকে ধীরে ধীরে ভালো কাজে নিজেদের অভ্যস্ত করতে হবে। সকলের আস্থা অর্জন করতে হবে। ভালো কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। কারাগারের ডিউটি করা অনেক চ্যালেঞ্জিং। কারারক্ষীদের এক জায়গায় তিন মাসের বেশি পোস্টিং -এ না রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকলকে কাজের ভিন্নতা দিতে হবে। নিয়মিত

বিরতিতে পোস্টিং পরিবর্তন করতে হবে। কারা আবাসন প্রকল্পের ১৭৬ টি প্লট প্রিজন্স হেডকোয়ার্টার্সের নামে রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই প্লটসমূহ স্ব স্ব আবেনকারীদের নামে বরাদ্দ প্রদানের জন্য কারা উপ মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। মাদক সেবন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। হঠাৎ হঠাৎ স্টাফদের মধ্যে ডোপ টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ডোপ টেস্টে পজেটিভ স্টাফদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারাভ্যন্তরে অনেক মাদক মামলার বন্দি রয়েছে। এসব বন্দিদের সতর্কতার সাথে পাহারা এবং মোটিভেশন নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। আনলক এবং লকআপ এর সময় জেলারকে উপস্থিত থাকতে হবে। কারা এলাকার বাইরে মুভমেন্টের জন্য অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে। বন্দি ম্যানেজমেন্ট এবং সিসি ক্যামেরা সার্ভাইলেন্সের জন্য নিজস্ব সার্ভার সিস্টেমের চালু করা হয়েছে এবং ডাটা কানেকটিভিটির মাধ্যমে বন্দি ডাটাবেজ, সিসি ক্যামেরা এবং ওয়াকিটকি নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার সাথে পরিচালনা করা হবে। বডি ওর্ন ক্যামেরা, বিটিএস ব্লকারসহ নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বন্দি ব্যবস্থাপনা সহজীকীকরনের জন্য মেট্রোপলিটন কারাগার ধারণা চালু করা হয়েছে যা পরীক্ষামূলকভাবে সিলেটে শুরু করা হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকাতেও এই কারাগার চালু করা হবে। স্টাফদের কথা বলার পরিবেশ তৈরী করে দিতে হবে। কারা মহাপরিদর্শক এর নিকট যেকোন বিষয় জানানোর জন্য একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর এবং 'প্রত্যাশা' নামে একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বড় ও ছোট কারাগারে সিনিয়র কর্মকর্তাদের বদলী করা হচ্ছে, যেন তারা তাদের প্রশিক্ষণ, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ছোট কারাগারগুলোকেও মডেল কারাগারে রূপান্তর করতে পারেন। বন্দিদেরকে দিয়েও ভালো ভালো কাজের চর্চা করাতে হবে। মিডিয়া, জার্নালিস্ট এবং পাবলিকের আবেদন/ অভিযোগকারীদের কথা শুনতে হবে এবং সম্ভব হলে তা বাস্তবায়ন করে দিতে হবে। পিআইইউ সদস্যদের প্রতিপক্ষ ভাবা যাবে না। পিআইইউ সদস্যগণ হেডকোয়ার্টার্সের অ্যাসেট। তারা কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অন্য দপ্তরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। একটি গতিশীল কারা অধিদপ্তর গঠন করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে একসাথে কাজ করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান এবং জেলসুপার সম্মেলন ২০২৪ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

২.০ আলোচ্য বিষয়: কারাগার ও অধিদপ্তর থেকে উত্থাপিত পয়েন্টসমূহের উপর আলোচনা।

ক্র:	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	কারাগার নির্মাণ সংস্কার ও মেরামত: রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার সহ অন্যান্য কারাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, অবকাঠামো মেরামতকরণ ও নতুন কারাগার নির্মাণ, নোয়াখালী জেলা কারাগারের গ্যাসের সরবরাহ লাইনে লিকেজ মেরামতকরন, বন্দিদের জন্য সেল নির্মাণ, অফিস ভবন, প্রধান ফটক ও গেট সংস্কার কাজ, আধুনিক কেস টেবিল নির্মাণ, জেল সুপার ও জেলারের এর বাসভবন নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ভগ্ন রাস্তা সংস্কার/মেরামত করণ, অস্ত্রাগার নির্মাণ, কারারক্ষি ব্যারাক নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সাক্ষাৎ কক্ষ নির্মাণ, নতুন আবাসন নির্মাণ, বন্দি ভবন সংস্কার, গ্যাসের সংযোজন,	আলোচনা: ক. জেল সুপার চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার বলেন রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থাপনাসমূহ নাজুক অবস্থায় বিরাজমান থাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং নতুন কারাগার নির্মাণ করা জরুরী। নতুন কারাগার নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম চালু রাখা প্রয়োজন। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) বলেন রাঙামাটি জেলা কারাগারের জন্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে কাজ শুরু হবে। খ. নতুন কারাগার নির্মাণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত রাঙামাটির ন্যায় অন্যান্য কারাগারের মেরামত ও সংস্কার কাজ চলমান থাকবে। অর্থ বরাদ্দ চেয়ে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় দ্রুতই অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে। গ. জেল সুপার নোয়াখালী জেলা কারাগার জানান গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে নোয়াখালী জেলা কারাগারের গ্যাসের সরবরাহ লাইনে লিকেজ দ্রুত মেরামতের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এ প্রসঙ্গে বলেন গ্যাস বিল পরিশোধ থাকলে কোম্পানি নিজ দায়িত্বে গ্যাস লাইন মেরামত করে। পত্র প্রেরণের পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রধানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে হলেও এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে। সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনে তিতাসের সাথে অধিদপ্তর	ক. রাঙামাটি কারা কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, ইমারত শাখা খ. সংশ্লিষ্ট কারাগার কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, উন্নয়ন শাখা গ. নোয়াখালী কারা কর্তৃপক্ষ

	মহিলা আবাসনের অভ্যন্তরিন রাস্তাটি মেরামতকরন, মহিলা ওয়ার্ড ও সেলের ভবনের দরজা, জানালা, গ্রিল মেরামত ও সংস্কারকরণ করন, অধিগ্রহনকৃত জায়গায় মাটি ভরাটকরন এবং বিজ্ঞ আদালত হতে আগত নতুন বন্দি রিসিভের জন্য প্রধান ফটকের মধ্যে আলাদা কক্ষ নির্মাণ সংক্রান্ত	যোগযোগ করবে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. রাঙামাটি জেলা কারাগারে নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবেনা। রাঙামাটিতে নতুন কারাগার নির্মাণ করা হবে। খ. অন্যান্য কারাগারের সংস্কার ও মেরামতের বিষয় কারা উপ মহাপরিদর্শকদের মতামতের ভিত্তিতে বাজেট অনুযায়ী বরাদ্দের মাধ্যমে কাজ শুরু হবে। সকল কাজ সঠিকভাবে বুঝে না নিয়ে প্রত্যয়ন দিলে সংশ্লিষ্টদের জরিমানা করা হবে। গ. গ্যাসের সমস্যা সর্বোচ্চ সাত দিনের মধ্যে সমাধান করতে হবে।	
০২	**ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ:** ঝিনাইদহ ও নোয়াখালী জেলা কারাগারে বৈদ্যুতিক ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. বিভিন্ন কারাগারে অনেক টাকা খরচ করে জেনারেটর স্থাপন করা হলেও টিএন্ডটিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খ. সিনিয়র জেল সুপার, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন, এলইডি বাল্বগুলো সেন্ট্রালি ক্রয় করে বন্টণ করা হলেও দ্রুত সময়ের মধ্যে সকলে উপকৃত হবে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. কারাগারে সার্বক্ষণিক বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জেনারেটরগুলো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা খ. এলইডি বাল্বগুলো সেন্ট্রালি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা	ক. সংশ্লিষ্ট কারাগার কর্তৃপক্ষ খ. কারা অধিদপ্তর, ক্রয় ও সরবরাহ শাখা
০৩	**নিরাপত্তা সামগ্রী:** প্রতিটি কারাগারে রায়ট কন্ট্রোল আইটেম সরবরাহকরণ, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতির এলইডি ডিসপ্লে, সিসি ক্যামেরা, ওয়াকিটকি, মেটাল ডিটেক্টর, লাগেজ স্ক্যানার, দূরবীণ, বডি স্ক্যানার এর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ও অচল নিরাপত্তা সরঞ্জাম সচল/মেরামত করণ, আউটসাইড বাউন্ডারী ওয়ালের উপর বারবেড ওয়্যার স্থাপন, Fake ID পরিচালনাকারী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলগুলোর অপ্রয়োজনীয় ভেন্টিলেটর বন্ধ করা সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. সিনিয়র জেল সুপার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন ডান্ডা বেড়ী পরিবর্তন করত তালা চাবি যুক্ত ডান্ডাবেড়ীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারন অনেক অসুস্থ বন্দী আছে যারা হাসপাতালে থাকা অবস্থাই জামিনে যান সেক্ষেত্রে তাকে আবার কারাগারে এনে বেড়ী মুক্ত করে তারপর জামিন প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অনেক বন্দী অসুস্থ হওয়ার পর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হলে তাকে ডান্ডাবেড়ী পরিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ডান্ডাবেড়ী খোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। খ. জেল সুপার খুলনা জেলা কারাগার বলেন ১০০০ টি সেল বিশিষ্ট কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারটিতে প্রতিটি সেলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিগত মাসে এই ভেন্টিলেটরে ফাঁস দিতে চাওয়া ০২ জন বন্দিকে প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং অপর ০১ জন বন্দি ফাঁস দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অপ্রয়োজনীয় বিপদজনক ভেন্টিলেটর বন্ধ করা প্রয়োজন। গ. কারাগারের বাউন্ডারী ওয়ালের উপরদিয়ে বহিরাগত লোকজন কারা এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। বাসাবাড়ী সহ কারা এলাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে আউটসাইড বাউন্ডারী ওয়ালের উপর বারবেড ওয়্যার স্থাপন করা জরুরী। ঘ. জেল সুপার দিনাজপুর জেলা কারাগার বলেন দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দী পলায়ন, আকস্মিক বন্দি বিদ্রোহ ও বাহির আক্রমন প্রতিরোধে ভারী অস্ত্রের পাশাপাশি রায়ট কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট প্রয়োজন। এছাড়াও বিভিন্ন ফেক ফেসবুক আইডির মাধ্যমে কারা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এসব আইডি পরিচালনাকারীদের	ক. সকল কর্তৃপক্ষ এবং কারা অধিদপ্তর, উন্নয়ন শাখা খ. হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, উন্নয়ন শাখা গ. সংশ্লিষ্ট কারাগার কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, ইমারত শাখা ঘ. সকল কারাগার ও পিআইইউ

		চিহ্নিতকরণ এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. নির্বাচনের নিমিত্তে নিজস্ব পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত ডান্ডাবেড়ী উপস্থাপন করা। খ. কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলগুলোর ভেন্টিলেটর অপসারণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া। গ. প্রযোজ্য কারাগারের আউটসাইড বাউন্ডারি ওয়ালের উপরে তারকাটা স্থাপন করা। ঘ. নিরাপত্তা সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ফেক ফেসবুক আইডি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা নেয়া।	
০৪	**জমি সংক্রান্ত:** ঝিনাইদহ জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধন ও বেদখলকৃত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. জেল সুপার মৌলভীবাজার জেলা কারাগার বলেন কিছু কিছু কারাগারের জমি বিক্ষিপ্তভাবে কারাগার এলাকার বাইরে রয়েছে, যেখানে সীমানা প্রাচীর এখনো নির্মাণ না করায় সীমানা ঘেষে জনসাধারনের বিল্ডিং বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস করছে। খ. বেশ কিছু কারাগারের জমি গণপূর্ত বিভাগ ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের অনুকূলে রেকর্ড করা থাকলেও মেইনটেনেন্স খরচ কারা কর্তৃপক্ষ বহন করেন। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. কারা এলাকার সকল জামিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা। খ. কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত করা এবং জমি সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করে কারাগারের জমি কারাগারের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণে আনা।	ক. সংশ্লিষ্ট কারাগার কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, ইমারত শাখা খ. সংশ্লিষ্ট কারাগার কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, উন্নয়ন শাখা
০৫	**কারা ক্যান্টিন:** প্রতিটি কারাগারে একই এবং নির্দিষ্ট আইটেমের জিনিস রাখা সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. সিনিয়র জেল সুপার যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন বিভিন্ন কারাগারে বাহির ক্যান্টিনে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনরা যে আইটেম নিয়ে আসে বা কিনে দেয় তার সাথে মাদক প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। জেল সুপার গাজীপুর জেলা কারাগার ভিন্নমত নিয়ে বলেন বাহির ক্যান্টিনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের স্টাফরা মালামাল ক্রয় করে। অনেক জায়গায় কারাগার শহর থেকে দূরে অবস্থিত, সেক্ষেত্রে আইটেমকে সীমাবদ্ধ না করে আরো বাড়ানো যায় কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। খ. ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন প্রক্রিয়া চালু করা হলে দিন শেষে ক্রয় বিক্রয় হিসাব ডিজিটালি জানা যাবে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. ক্যান্টিনের পণ্য অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা। এবং ক্যান্টিনের লভ্যাংশ বন্দি ও স্টাফ কল্যানে ব্যয় করা। খ. ক্যান্টিন অটোমেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।	ক. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ খ. কারা অধিদপ্তর, আইসিটি সেল

০৬	**চিকিৎসা:** প্রতিটি বিভাগীয় শহরে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল স্থাপন, বন্দিদের সার্বক্ষণিক সুচিকিৎসার জন্য স্থায়ী সহকারী সার্জন পদায়নকরন, কারা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অসুস্থ বন্দি ও স্টাফদের দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক কারাগারে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহকরন, মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারকে কেন্দ্রীয় মাদক নিরাময় ইউনিট হিসাবে চালুকরন, মাদকাসক্ত বন্দীদের জন্য সাইকোলজিস্ট নিয়োগকরন, মানসিক রোগী বন্দিদের জন্য ভিডিও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে NIMH হতে চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত	আলোচনা: ক. জেল সুপার টাঙ্গাইল জেলা কারাগার বলেন শহরাঞ্চলের কয়েকটি কারাগার ব্যতীত অধিকাংশ কারাগারই শহর থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত হওয়ায় অসুস্থ বন্দিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য রাস্তায় অনেক সময় ব্যয় হয়। এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় পথিমধ্যে মেডিকেল সাপোর্ট দেয়া সম্ভব হয়না। খ. সুচিকিৎসা সংক্রান্ত অনাকাংখিত ঘটনা রোধকল্পে কারাগারে সহকারী সার্জন পদায়ন জরুরী। বর্তমানে সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত সহকারী সার্জন প্রেষণে দায়িত্ব পালন করলেও ২৪/৭ তাদের পাওয়া যায়না, ফলে বন্দিরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গ. জেল সুপার নাটোর জেলা কারাগার বলেন বন্দিগণের মধ্যে বেশিরভাগ বন্দি মাদক মামলায় আটক রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকের মানসিক অস্থীতিশীলতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়। ঘ. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে যোগাযোগ করে ভার্চুয়াল কোর্টের মতো ভিডিও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. প্রযোজ্য কারাগারের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা। খ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে স্থায়ীভাবে সহকারী সার্জন ও সাইকোলজিস্ট পদায়নের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা। গ. মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং ও মোটিভেশন করা এবং প্রয়োজনে আলাদা ওয়ার্ডে রাখা।	ক. সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ ও উন্নয়ন শাখা খ. কারা অধিদপ্তর, সংস্থাপন-১ শাখা গ. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ
০৭	**পরিবর্তন:** পোশাক পরিবর্তন, বেতন আপগ্রেডকরন, র‍্যাংক ব্যাজের সমতাকরন, গার্ডিং স্টাফদেরকে তৈরিকৃত ইউনিফর্ম প্রদান, রিবন ও পদক যুক্তকরন এবং বিনামূল্যে তা সরবরাহকরন, জেলার পদকে এন্ট্রি পোস্ট করন, কারারক্ষী হতে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৩০% হারে এবং সরাসরি ৭০% ডেপুটি জেলার পদে পদোন্নতির নিয়োগ, প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত গাড়ীসমূহকে টিওএন্ডইভূক্তকরন, কারাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দকরন, দরপত্রের ঠিকাদার কর্তৃক অধিক কম মূল্য প্রদান করা হলে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য দর প্রদানকারী দরদাতাকে বিজয়ী	আলোচনা: ক. জেল সুপার সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার বলেন বৃটিশ আমলে ডেপুটি জেলার পদটি সিভিল সার্ভিসের এন্ট্রি পোস্ট ছিলো অর্থাৎ ক্যাডার অফিসার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হতো। ডেপুটি জেলার পদটি প্রথম শ্রেণী করতঃ এন্ট্রি পোস্ট করা। বেতন কাঠামোর বৈষম্য দূর করা, বিদ্যমান র‍্যাংক ব্যাজ পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা, পোষাকে রিবন ও পদকযুক্ত করাসহ ইউনিফর্মের সকল জিনিস বিনামূল্যে সরবরাহ করা প্রয়োজন। খ. সিনিয়র জেল সুপার, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের আপগ্রেডেশন প্রয়োজন। কারাগারকে একটি রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে স্বতন্ত্র বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে জেল কোড সংস্কার করা প্রয়োজন এবং মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অন্তত ৩০% হারে ডেপুটি জেলার পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা। গ. জেল সুপার নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার বলেন দরপত্রে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদেয় অধিকতর কম দর অনুমোদন হলে স্টাফ এবং বন্দিদের জন্য নিম্নমানের মালামাল সরবরাহের প্রবণতা থাকে। সেক্ষেত্রে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য দর প্রদানকারী দরদাতাকে	ক. কারা অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা খ. সকল দপ্তর গ. সকল দপ্তর ও কারাগার কর্তৃপক্ষ এবং কারা অধিদপ্তর, উন্নয়ন শাখা

	ঘোষনা করা সংক্রান্ত	বিজয়ী ঘোষণা করা হলে এসমস্যা দূর হতে পারে। ঘ. প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত গাড়ীসমূহকে টিওএন্ডইভূক্ত হলে কারা বিভাগের মটরযানের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে ধাপে ধাপে সকল বিষয় সমাধান করা । খ. দরপত্র কার্যক্রম পিপিআর অনুযায়ী করা। গ. প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত গাড়ীসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।	
০৮	**নিয়োগ:** জনবল বৃদ্ধিকরন, জেল কোড অনুসারে কারারক্ষী নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনঃ চালুকরন, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী, দর্জি মাস্টার ও নরসুন্দর নিয়োগকরন সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. জেল সুপার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কারাগার বলেন বর্তমানে জনবল দিয়ে প্রশাসন চালানো এবং নিরাপত্তা বজায় রেখে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি প্রদানে সমস্যার বিষয়টি উত্থাপন করেন। খ. সিনিয়র জেল সুপার রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার বিষয় সম্পর্কে আরও বলেন জেল কোডের ২৯৪-২৯৮ ধারায় প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বিভাগ ভিত্তিক বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সারাদেশে কারারক্ষী নিয়োগ করা হতো ফলে প্রার্থীদের অর্থ ও সময় নষ্ট করে বারবার ঢাকায় যেতে হতো না। গ. এছাড়াও উপস্থিত অন্যান্যরা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, দর্জি মাস্টার ও নরসুন্দর নিয়োগ এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. নবনিয়োগপ্রাপ্ত কিছু ডেপুটি জেলার এবং কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী প্রশিক্ষণ শেষে যোগদান হলে জনবলের ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পাবে। এছাড়াও শূন্য পদ পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ব্যবস্থা নেয়া। খ. প্রাধিকারভুক্ত আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া।	ক. কারা অধিদপ্তর, সংস্থাপন-২ শাখা খ. কারা অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা
০৯	**ক্ষতিগ্রস্থ কারাগার:** ক্ষতিগ্রস্থ কারাগারসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সংস্কার/মেরামত কাজের প্রাক্কলনসমূহ দ্রুত অনুমোদনকরন সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. সিনিয়র জেল সুপার সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ নরসিংদী, শেরপুর, সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের মেরামত ও সংস্কার কাজ সহ কম্পিউটার সামগ্রী, সরকারী মটর সাইকেল, আসবাবপত্র, মনিহারি দ্রব্যাদি, রেশন সামগ্রীসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রাক্কলন দ্রুত অনুমোদন দেয়া হলে কারাগারগুলোর দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা সহজ হতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কাজের অনুমোদন দেয়া। খ. দ্রুত কাজ শেষ করে ক্ষতিগ্রস্থ কারাগারসমূহকে বন্দি ব্যবস্থাপনার উপযোগী করা।	ক. কারা অধিদপ্তর, উন্নয়ন শাখা খ. নরসিংদী, শেরপুর, সাতক্ষীরা কারা কর্তৃপক্ষ

১০	স্টাফ ব্যবস্থাপনা: জেল সুপার এর ছুটিকালীন জেল সুপারের দায়িত্ব জেলারের নিকট হস্তান্তরকরন, জেল সুপার ও জেলারকে ঝুঁকি ভাতার আওতায় আনয়ন, বদলি ও পদায়নে কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ১১ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদায়ন ও বদলি নীতিমালা প্রনয়ন, কারা অফিসার্স এসোসিয়েশনের কার্যক্রম চালুকরণ, ইলেকট্রনিক্স ডিভাইজ ব্যবহার ও অনলাইন যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, অফিস ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ, প্রতি বছর এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ ভাতা হিসেবে প্রদান, সকল স্কুল এর অভিন্ন নামকরণ, ডিউটি স্থলে সেন্ট্রি পোস্ট স্থাপন করা, কারারক্ষীদের যৌথ বাহিনীতে এবং শান্তিরক্ষী মিশনে গমনের সুযোগ সৃষ্টি করা, কারারক্ষীদের কারা এলাকার বাইরে অস্ত্র বহনের ক্ষমতা, কারা আবাসন প্রকল্প, কারা কল্যাণ টাস্ট্র এবং কারা ব্যাংক গঠন, আজীবন রেশন, যথাসময়ে পদোন্নতি নিশ্চিতকরন, কারা কারা সপ্তাহ আয়োজন সংক্রান্ত	আলোচনা: ক. সিনিয়র জেল সুপার যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন কারা অফিসার্স এসেসিয়েশন ইতোপূর্বে চালু ছিল। পরবর্তীতে এই এসোসিয়েশনের কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকায় তা পুনরায় চালু করা প্রয়োজন। এসোসিয়েশকে কার্যকরী ও গতিশীল করতে পারলে কারা বিভাগের ভাবমুর্তি বৃদ্ধি পাবে। খ. কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে বিদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি চালনা, ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ. জেল সুপার গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার বলেন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ ভাতা হিসেবে প্রদান, সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পড়াশোনার সুবিধার্থে প্রত্যেক কারাগারে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুল নির্মাণ, কারাভ্যন্তর ও বাহিরে প্রত্যেকটি দায়িত্বপূর্ণ স্থানে সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ করা যেতে পারে। ঘ. সিনিয়র জেল সুপার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন কারারক্ষীদের যৌথ বাহিনীতে কাজ করার সুযোগ এবং শান্তিরক্ষী মিশনে গমনের সুযোগ সৃষ্টি করা, কারারক্ষীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের অস্ত্র বহনের ক্ষমতা দেয়া হলে বন্দি কারাগারে আগমনের পর হতে বন্দিদের চিকিৎসা, বিজ্ঞ আদালতে হাজির করানো এবং এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে বদলীর সময় সশস্ত্র কারারক্ষী দায়িত্ব পালন করলে এসকল কার্যক্রম সহজ হতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. কারা অফিসার্স এসোসিয়েশনের কমিটির কার্যক্রম সচল করা। খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে র‍্যাংক অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা। গ. যুগোপযোগী স্টাফ ব্যবস্থাপনায় সামঞ্জস্য বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	ক. কারা অধিদপ্তর, কল্যাণ শাখা খ. কারা অধিদপ্তর, প্রশিক্ষণ শাখা গ. কারা অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা
১১	**বন্দি ব্যবস্থাপনা:** বন্দিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক বন্দিকে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষিত মুক্তিপ্রাপ্ত কারাবন্দিদের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রবেশন এবং আফটার কেয়ার আইনের সাথে কারা অধিদপ্তরকে সংযুক্তকরন, বিজ্ঞ আদালত হতে আগত নতুন বন্দীদের মাছ/মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ, কোর্টগামী বন্দিদের দুপুরের নাস্তা বাবদ টাকার পরিবর্তে স্কেল/ পরিমাণ নিধার্রণ, বিশেষ দিবসে উন্নত খাবার পরিবেশনের	আলোচনা: ক. সিনিয়র জেল সুপার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার বলেন বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সশ্রম বন্দীদের কর্মে উদ্দীপনা তৈরী করতে মুজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। খ. পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকের মতামত নিয়ে বন্দিদের আমিষের পরিমাণ যুগোপোযোগী করা প্রয়োজন। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়া। খ. খাবারের মান বৃদ্ধির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেয়া।	ক. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান শাখা খ. কারা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান শাখা

	নিমিত্তে উন্নত ডায়েট স্কেল তৈরিকরণ, উৎপাদন বিভাগে কর্মরত কয়েদী শ্রমিকের মুজুরি বৃদ্ধিকরণ, এলুমিনিয়াম থালা বাটির পরিবর্তে মেলামাইন থালা বাটি ব্যবহার সংক্রান্ত		
১২	**প্রশাসন শাখা ও সংস্থাপন-১ শাখা, আইসিটি সেল:** শৃংখলা জনিত অপরাধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও কমান্ড ফান্ডের টাকা খরচ সংক্রান্ত, কর্মকর্তাগণের এসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ, জনবল এবং চিকিৎসকগণের অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদের তথ্য সময়মত প্রেরণ এবং স্টাফ ডাটাবেজ, বন্দি ডাটাবেজ, ওয়েব পোর্টাল, ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজম্যান্ট, ই-কমার্স সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করন ও দাপ্তরিক কাজে ওয়েব মেইল ব্যবহার সংক্রান্ত	আলোচনা: ক. সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) বলেন স্টাফদের শৃংখলা জনিত অপরাধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে অনীহা দেখা যাচ্ছে। সঠিকসময়ে এসিআর না পাওয়ায় পদোন্নতি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে। কমান্ড ফান্ডে জমা ও খরচের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। খ. অধিদপ্তর থেকে নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও অনেক কারাগার হতে এখনও ওয়েব মেইলের পরিবর্তে সাধারণ মেইল হতে পত্র পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েব পোর্টাল, স্টাফ ডাটাবেজ ও বন্দি ডাটাবেজ হালনাগাদ না থাকায় জরুরী প্রয়োজনে তথ্য প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. এসিআর সময়মত প্রেরণ করা। খ. অনলাইন কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ রাখা। এবং দাপ্তরিক পত্র আদান প্রদানে ওয়েব মেইল ব্যবহার করা।	ক. সকল দপ্তর খ. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ ও কারা অধিদপ্তর, আইসিটি সেল
১৩	**অডিট শাখা, বাজেট শাখা ও আইন শাখা:** বিভিন্ন আইটেমের স্টোর অর্ডার, গেইট আর্টিকেল ও স্টক রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরন, যথাসময়ে আইটি ও জনসেবা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদানকরন, ঠিকাদার/ সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে জারীকৃত সার্কুলার মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন, বিলের সাথে কার্যাদেশ, চুক্তি ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করন, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আনয়ন,'বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৪'এর খসড়া,বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তি করন এবং ধারাবাহিকতা, বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরন সংক্রান্ত	আলোচনা: ক. সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ ও আইন) বলেন অডিট বাজেট এবং আইন শাখার কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করতে হয়। সবাইকে প্রচলিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও সার্কুলার অনুযায়ী সকল কার্য সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করেন। ঠিকাদার/ সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে জারীকৃত সার্কুলার মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা থাকলে অডিটটিমের কাজ সহজ ও দ্রুত হয়। খ. বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ণে পূর্বের বন্দি ও স্টাফদের গড় অনুপাতে চাহিদার তুলনায় ব্যয় আমলে নিয়ে নতুন অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রস্তুত করা হলে অর্থের সুষম বন্টন হয়। গ. বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ার সাথে সাথে কার্যপত্রের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। মামলা দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকলে স্বাক্ষী সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পায়। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. কাজ প্রদানের পূর্বে ঠিকাদারের প্রাতিষ্ঠানিক কাগজপত্রের হালনাগাদ তথ্য নিশ্চিত হওয়া এবং কাজ শেষে কাজ সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় কাগজ নথিজাত করা। খ. বাজেট প্রণয়ণে দূরদর্শীতার সাথে মূল্যায়ন করা। গ. সকল বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পিত্তি করা।	ক. সকল দপ্তর ও কারা অধিদপ্তর, ক্রয় শাখা খ. সকল দপ্তর ও কারা অধিদপ্তর, বাজেট শাখা গ. সকল দপ্তর ও কারা অধিদপ্তর,আইন শাখা

১৪	**ইমারত শাখা ও উন্নয়ন শাখা:** বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বিদ্যুতের ডাবল ফেজ সংযোগ, গাড়ী ব্যবহার, ভার্চুয়াল কোর্ট, সিসিটিভি, ওয়াকিটকি, ট্রাস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের জন্য বিশেষায়িত স্যালারি একাউন্ট ও লোন সুবিধা সংক্রান্ত	**আলোচনা:** ক. সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) বলেন বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করা, গাড়ী ব্যবহারে যত্নবান হওয়া এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষায়িত স্যালারি একাউন্ট এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. উন্নয়ন ও সংস্কারের অনেক স্কোপ আছে। কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয় করে দ্রুত কাজ করা।	ক. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ এবং কারা অধিদপ্তর,উন্নয়ন শাখা
১৫	**পরিসংখ্যান শাখা ও প্রশিক্ষণ শাখা:** কারাগারে অবস্থানরত মৃত্যু বন্দিদের মধ্যে Brought in dead উল্লেখযোগ্য, কারা বিধি ১ম খন্ডের ৫৬৯ ধারায় মুক্তি,বন্দির উন্নত চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের সকল জেলা হতে ঢাকায় প্রেরণের প্রবনতা বেশী, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে ইনসিগনিয়া প্রবর্তন প্রসঙ্গে	**আলোচনা:** ক. সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) বলেন কারাগারে অবস্থানরত মৃত্যু বন্দিদের মধ্যে Brought in dead কমানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান। খ. অধিদপ্তর থেকে বিভন্ন প্রশিক্ষণের বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্বাচন করা হলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা বা সমস্যা তুলে ধরেন। গ. কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে ইনসিগনিয়া পরিধানের জন্য সকলের মতামতের জন্য নমুনা উপস্থাপন করেন। সকলে সর্বসম্মতি প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. স্থানীয় পর্যায়ে তদন্ত পূর্বক মৃত্যুর সঠিক কারন উৎঘাটন করা এবং এ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ করা। খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত করা। গ. পোষাক নীতিমালার সাথে ইনসিগনিয়া অন্তর্ভুক্ত করা।	ক. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ খ. কারা অধিদপ্তর, প্রশিক্ষণ শাখা গ. কারা অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা

৩.০ বিবিধ সিদ্ধান্ত: আলোচনাকালে বিভিন্ন উত্থাপিত বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

	বিবিধ:	**সিদ্ধান্ত:** উল্লোক্ত বিবিধ আলোচনার প্রেক্ষিতে কারা মহাপরিদর্শক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন: ক. কর্মকর্তাদের জন্য প্রতি বছর ১০ দিন অর্জিত ছুটি প্রদান করা। খ. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ ও কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ডগ স্কোয়াড মোতায়ন করা। গ. কারা ক্যান্টিন হতে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য প্রদান না করা। ঘ. আকস্মিক ডোপ টেস্টিং অভিযান পরিচালনা করা।	ক. সকল কর্তৃপক্ষ খ. কারা অধিদপ্তর, প্রশিক্ষণ শাখা গ. সকল কারাগার কর্তৃপক্ষ ঘ. সকল বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃপক্ষ

পরিশেষে সভায় আর আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবু তালেব
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
ও
সদস্য সচিব
জেল সুপার সম্মেলন ২০২৪
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
aig.admin@prison.gov.bd